তারিখ 29 JUL 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

দৈনিক
ইত্তেফাক

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় বৃহস্পতিবার রাজধানীর একটি হোটেলে বিপিও সামিট ২০১৬-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সামিটের আয়োজক আইসিটি মন্ত্রণালয় ও বাক্য'র কর্মকর্তা এবং অতিথিদের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশ নেন

৩০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ই-লার্নিং ল্যাব করেছে সরকার

বিপিও সামিটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জয়

■ মোজাহেদুল ইসলাম

প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় বলেছেন, 'আমরা প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ই-লার্নিং ল্যাব তৈরি করেছি; যা আগামীতে আরো বৃদ্ধি করা হবে। কিছুদিনের মধ্যেই আমরা ইলেকট্রনিক ভার্সন বই তৈরি করব। প্রতি বছর ৩০ হাজার শিক্ষার্থী কম্পিউটার সায়েন্স থেকে পাস করছে। তাদের জন্য বিভিন্ন সেক্টরে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে সরকার।'

গতকাল বৃহস্পতিবার শুরু হয়েছে দুই দিনব্যাপী 'বিপিও সামিট ২০১৬'। রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে গতকাল সকালে এই সামিটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৮

৩০ হাজার শিক্ষা

২০ পৃষ্ঠার পর

তিনি এসব কথা বলেন।

সজীব ওয়াজেদ জয় বলেন, তথ্যপ্রযুক্তিসহ সকল ক্ষেত্রে দেশের উন্নয়নসূচক উপরের দিকে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হবে। বিপিও সামিটের মাধ্যমে বিপিও ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য বিশ্বের সামনে তুলে ধরা হবে বলেও জানান তিনি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন সংস্থার (আইটিইউ) মহাপরিচালক হাওলিন ঝাও।

তিনি বলেন, বাংলাদেশ বিপিও সেক্টরে অনেক এগিয়ে যাচ্ছে। এই ধারা বজায় রাখতে হবে। বিপিও সেক্টরে এগিয়ে যাওয়ার জন্য দক্ষ জনবল তৈরি করতে হবে। সরকারি ও বেসরকারিভাবে এগিয়ে নেওয়ার জন্য একসঙ্গে কাজ করতে হবে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, 'আমাদের পাশের দেশ ভারত, শ্রীলংকা ও ফিলিপাইন বিপিও সেক্টরে সবচেয়ে ভালো করেছে। বিপিও সেক্টরে সারা বিশ্বের ৬০০ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে ভারত প্রায় ১০০ বিলিয়ন, ফিলিপাইন ১৬ বিলিয়ন এবং শ্রীলংকা ৩ বিলিয়ন ডলার আয় করছে। আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের মধ্যে বিপিও খাতে ১ বিলিয়ন ডলার আয় করা।'

দ্বিতীয় বিপিও সামিটের লক্ষ্য সম্পর্কে পলক বলেন, 'এই সামিটের মাধ্যমে বিশ্বের কাছে বিপিও খাতে আমাদের দক্ষতার কথা যেমন তুলে ধরতে চাই, তেমনি চাই আমাদের স্থানীয় সরকারি-বেসরকারি সেক্টরে বিপিও খাতের সম্প্রসারণ। বাংলাদেশের বিপিও সেক্টরের সাফল্যের গল্পগুলো সবাইকে জানাতে চাই। দেশের তরুণদের কাছে এই সেক্টরকে অন্যতম একটি কাজের ক্ষেত্র হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই।'

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিপিও ক্ষেত্রে দেশের অবস্থান তুলে ধরে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ কলসেন্টার এন্ড আউটসোর্সিংয়ের সভাপতি আহমাদুল হক।

দুই দিনের এ আয়োজনে ২০ জন আন্তর্জাতিক তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন সেমিনার ও কর্মশালায় বক্তা হিসেবে উপস্থিত থাকছেন। এছাড়া দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের প্রায় ৫০ জন সফল ব্যক্তি অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকছেন।

আজ সন্ধ্যা ৬টায় বিপিও সামিটের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। এ ছাড়া দেশের বিপিও খাতের সফল উদ্যোক্তাদের পুরস্কৃত করা হবে আজ।